দৈনিক ইনকিলাব
FEB. 05 2002
তারিখ ... পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

কোটা প্রথার অবসান হোক

যদি ৬৫% চাকরি বিভিন্ন কোটাধারীদের জন্য বরাদ্দ থাকে তাহলে যারা মেধাবী তারা কোথায় দাঁড়ায়। এটা রীতিমত অন্যায়, অবিচার। এমনিতে চাকরির আকাল, দিন দিন বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, তার উপর উচ্চশিক্ষা শেষে যদি খোদ মেধাবীরাই কোটার কাছে হেরে যায় তবে বড়ই দুঃখজনক।

সরকারী চাকরি ক্ষেত্রে কোটা প্রথা মেধাবীদের ঘাড়ে সিন্দাবাদের দৈত্যের মত চেপে বসেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুন্নত গোষ্ঠী, শ্রেণী, জেলা, জাতির লোকজনকে সুযোগ দেয়ার জন্য যে কোটা পদ্ধতির প্রচলন হয়েছিল স্বাভাবিকভাবে বৈষম্য যখন ভারসাম্যাবস্থায় এল, তখন আশা করা হচ্ছিল কোটা প্রথার অবসান হবে। কিন্তু হয়নি। নদী পার হয়েও যেমন ভয়াল দৈত্য সিন্দাবাদের ঘাড় ছাড়েনি। যদি ৬৫% চাকরি বিভিন্ন কোটাধারীদের জন্য বরাদ্দ থাকে তাহলে যারা মেধাবী তারা কোথায় দাঁড়ায়। এটা রীতিমত অন্যায়, অবিচার। এমনিতে চাকরির আকাল, দিন দিন বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, তার উপর উচ্চশিক্ষা শেষে যদি খোদ মেধাবীরাই কোটার কাছে হেরে যায় তবে বড়ই দুঃখজনক। দেশের প্রশাসনিক কাঠামো এমনিতে ভঙ্গুর, কাজকর্ম স্থবির, গতি মন্থর। কারণ অসাধুতা, দুর্নীতি, স্বচ্ছতার অভাবে প্রজাতন্ত্রের সবক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। দেখা যায় যারাই কোটা প্রথায় উঠে আসে তারাই দুর্নীতির মাধ্যমেই আসে। শুনতে রূঢ় হলেও এটা চরম সত্য যে, কোটা মানেই দুর্নীতির আখড়া। প্রতিটি কোটাই পূর্ণ হয় পিএসসি'র কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা দ্বারা নতুবা মন্ত্রী, এমপিদের সুপারিশক্রমে। স্বভাবতই টাকা আর মামার জোরে মেধাবীরা হেরে বসে। বর্তমান বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিশ্বে যেখানে প্রতি সেকেন্ডের গতি হাজার মাইল, সেখানে আমাদের দরকার দক্ষ, যোগ্য ও মেধাবীদের। অথচ দেশে কোটার মত একটি নির্মম প্রথার কাছে মেধাবীদের চরম অবমূল্যায়ন হয়। আমি বলছি না যারা কোটা প্রথায় উঠে আসে তারা মেধাবী নয়। বরং বলছি, যখন পুরোপুরি প্রতিযোগিতা থেকে উঠে আসে না সেখানেই স্পষ্টতই সত্যিকারের মেধাবীরা উঠে আসে না। সবচেয়ে বড় কথা, বর্তমান আধুনিক বিশ্বে পশ্চাৎপদ কোটা প্রথা থাকতে পারে না। এটি মেধার চরম অবমূল্যায়ন। মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট বানিয়ে (যাদের সরকারী আনুকূল্য থাকে) কতজন দলীয় লোক যে উঠে এসেছে তার হিসাব নেই। যাদের অধিকাংশই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা নয়। অথচ প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা ভিক্ষা করে জীবন চালাচ্ছে। আজ সারাদেশে মেধাবীদের পক্ষ থেকে জোর দাবী উঠছে, কোটা প্রথা বাতিলের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদিন মিছিল-মিটিং, মানববন্ধন হচ্ছে। আমরা আশু কোটা প্রথা বাতিলের দাবী জানাচ্ছি। মেধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট নেই বলে, আমরা উপজাতি নই বলে, বিশেষ জেলার লোক নই বলে চাকরি পাব না এ আর যাই হোক, ন্যায়বিচার নয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার, উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তে জাতি আশান্বিত হচ্ছে। আশান্বিত হচ্ছি আমরাও। কোটা প্রথা বাতিল করে মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন করবে— এই প্রত্যাশা আমাদের।

জসীম ইউ জোসী
মুহসীন হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।